নবীর বংশধরের ফযিলত

18-July-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযিলত

আমীরুল মু'মিনীন হযরত মাওলা মুশকিল কোশা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلدُّعَاءُ مَحۡجُوۡب عَنِ اللّٰہِ حَتّٰی یُصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ অর্থাৎ দোয়া আল্লাহ পাক থেকে আড়ালে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও তাঁর বংশধরের প্রতি দরূদ প্রেরণ করা না হয়।

(শুয়াবুল ঈমান, খণ্ড:২, পৃষ্ঠা: ২১৬, হাদীস:১৫৭৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তৈমুর লং তৈমুরী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম শাসক। তিনি ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪০৫

খ্রিস্টাব্দে ৬৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১০ বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন মুখস্ত করে নেন। শায়খ যায়নুদ্দীন বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: তৈমুর লং মরণ ব্যাধিতে (অর্থাৎ সেই সর্বশেষ ব্যাধি যার কারণে তিনি ওফাত লাভ করেন) আক্রান্ত ছিলেন, একদিন প্রচণ্ড চিন্তার কারণে তাঁর চেহারা কালো হয়ে গেল, রং পরিবর্তন হয়ে গেল, কিছুক্ষণ পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে লোকেরা তাঁর অবস্থা তাকে জানালো যে, রোগের তীব্রতার কারণে হঠাৎ আপনার মুখ কালো হয়ে গিয়েছিলো, রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো, এটা শুনে তৈমুর লং বললেন: আমি আযাবের ফেরেশতা দেখেছিলাম, তাঁরা আমার দিকে আসছিল তা দেখে আমি তীব্র বিষাদে কাবু হয়ে গেলাম যার কারণে আমার মুখ কালো হয়ে যায়, অতঃপর শীঘ্রই উম্মতের দরদী নবী রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এসে ফেরেশতাদের ইরশাদ করলেন: তাকে ছেড়ে দাও, কারণ সে আমার সন্তানদের (অর্থাৎ সৈয়দজাদাদের) ভালোবাসে। এটা শুনে ফেরেশতারা ফিরে গেলো।

আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহনী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: তৈমুর লংয়ের মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নে দেখলো যে, প্রিয় নবী মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আগমন করেছেন এবং পাশে তৈমুর লংও বসে আছে, প্রিয় নবী মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নদ্রষ্টাকে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন: হে মুহাম্মদ বিন হাসান! তৈমুর আমার সন্তানদের ভালোবাসে।

(আশ শারফুল মুআব্বাদ লিআলি মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা: ১০২)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাদের পবিত্রতা আল্লাহ পাক বর্ণনা করেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় আক্বা মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সন্তানগণ অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাবান, মহিমান্বিত, অত্যন্ত উঁচু স্থানের অধিকারী। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿۳۳﴾

(পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্ তো এটাই চান যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে অতীব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।

তাফসীরে নূরুল ইরফানে রয়েছে: এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে পবিত্র আহলে বাইত আল্লাহর পানাহ! গুনাহগার ছিলেন, এর পরে তারা পবিত্রতা লাভ করেছেন, বরং উদ্দেশ্য হলো, হে আহলে বাইত! আল্লাহ পাক তোমাদেরকে গুনাহ ও অনৈতিকতার ময়লা দ্বারা কলুষিত হতে দেবেন না। এ থেকে জানা গেল যে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তাঁর পবিত্র সন্তানগণ থেকে পবিত্র।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পারা: ২২, আহযাব, ৩৩ নং আয়াতের পাদটীকা)

সমস্ত অনৈতিকতা থেকে পবিত্র

সদরুল আফাযিল মুফতি মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: উক্ত আয়াতটি আহলে বাইতের ফযিলতের উৎস। এটা থেকে পবিত্র আহলে বাইতের মহান গুণাবলী ও উচ্চ মহত্ত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ পায় এবং এটা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ পাক পবিত্র আহলে বাইতকে সমস্ত অনৈতিকতা থেকে পবিত্র রেখেছেন, বরং প্রত্যেক সেই বস্তু যা

তাদের উচ্চ স্থান ও মর্যাদার উপযুক্ত নয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে সেগুলো থেকে হেফাজত করেন এবং রক্ষা করেন। **(সাওয়ানিহে কারবালা, পৃষ্ঠা: ৮২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহলে বাইতের মধ্যে কারা অন্তর্ভুক্ত?

হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উল্লেখিত আয়াতের টীকায় বলেন: পবিত্র আহলে বাইত কারা, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এটা বলা উত্তম যে, প্রিয় নবী মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল সন্তান, তাঁর পবিত্র পত্নীগণ হলেন আহলে বাইত। হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এবং হযরত মওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। **(তাফসীরে কবীর, পারা: ২২, সূরা: আহযাব, ৩৩ নং আয়াতের পাদটীকা, ৯/১৬৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন যে, পবিত্র আহলে বাইতগণ গুনাহ থেকে সুরক্ষিত কিন্তু নিষ্পাপ নয় কারণ শুধুমাত্র নবী ও ফেরেশতারা নিষ্পাপ। সুরক্ষিত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের দ্বারা গুনাহ সংগঠিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু আল্লাহ পাক তাদেরকে গুনাহ থেকে রক্ষা করেন, অথচ নিষ্পাপ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সেই মনীষীগণ যাদের দ্বারা গুনাহ সংগঠিত হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অসম্ভব। অতঃপর এটাও মনে রাখবেন যে, সৈয়দজাদাদের মধ্যে যারা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ, যারা ওলীআল্লাহ, যেমন বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا, ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا, তদ্রূপ হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী, হুজুর দাতা গঞ্জ বখশ আলী হাজভীরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا প্রমুখ, তাঁরা গুনাহ থেকে পবিত্র, অন্যান্য যারা সৈয়দ রয়েছেন তাদের দ্বারা গুনাহ তো হয়ে যায়, কিন্তু اِنْ شَآءَ الله মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় তাদের

গুনাহের কারণে পাকড়াও করা হবে না। সুতরাং এ প্রসঙ্গে আশিকে সাহাবী ও আহলে বাইত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দু'টি বাণী শুনুন!

(১) প্রত্যেক সৈয়দ সহীহুন নসব (অর্থাৎ ঐ সৈয়দ, যারা প্রকৃতপক্ষে ইলমে ইলাহীতে হাসনাইনে কারীমাইনের বংশধরের অন্তর্ভুক্ত, তারা) নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দেহের একটি অংশ। আর নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দেহের কোনো অংশই জাহান্নামের যোগ্য নয়।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ৭৩৮)

(২) অন্যত্রে তিনি বলেন: হ্যাঁ! সালামতে ঈমান (অর্থাৎ যেই সৈয়দের ঈমান নিরাপদ থাকবে, তারা) আমল যেমনই হোক না কেন আল্লাহ রহমতে দৃঢ় আশা এটাই যে, যারা তাঁদের জ্ঞানে সৈয়দ, তাদের থেকে প্রকৃত অর্থে কোনো গুনাহের জন্য পাকড়াও করবেন না।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড: ২৯, পৃষ্ঠা: ৬৪০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যাও! তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে নিয়েছো

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মদীনার সুলতান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিজামা লাগালো এবং দেহ মুবারক থেকে নির্গত রক্ত দেয়ালের আড়ালে বসে পান করে নিল। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, রক্ত কি করেছো, তখন সে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার রক্ত বরকতময় ছিল, আমি তা মাটিতে প্রবাহিত করা পছন্দ করিনি, এখন তা আমার পেটে আছে। একথা শুনে নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যাও! তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে নিয়েছো।

(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭৬)

www.dawateislami.net

মাদারিজুন নবুওয়তে রয়েছে: উহুদের যুদ্ধে যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহত হয়েছিলেন, তখন হযরত মালিক বিন সিনান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সেই ক্ষত স্থানের রক্ত চুষে পান করে নিলেন। এতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে সুসংবাদ দিলেন যে, যে জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে চায়, সে যেনো একে দেখো। **(মাদারিজুন নবুওয়ত, অধ্যায়: ১, পৃষ্ঠা: ২৬)**

سُبْحَانَ الله! একটু ভাবুন! যে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দেহ থেকে নির্গত রক্ত মুবারক পান করেছেন, তারা জাহান্নাম থেকে মুক্ত এবং জান্নাতের অধিকারী হয়ে গেছেন তাহলে সেই সম্মানিত মনীষী যারা সেই রক্তে গড়া এবং সেই বরকতময় রক্ত তাদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহমান, তারা জাহান্নামের আগুনের ছোঁয়া কিভাবে পাবে? **(মাতলাউল ক্বামরাইন, পৃষ্ঠা: ৬১)**

আপনার মত কেউ হতেই পারে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! রক্ত হারাম, মানুষ তো মানুষ কোনো হালাল পশুর রক্ত পান করাও জায়েয নেই কারণ রক্ত অপবিত্র। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অপূর্ব মহিমা, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়, তাঁর রক্ত মুবারক অপবিত্র নয়, অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাঁর দেহ মোবারক থেকে নির্গত রক্ত পান করেছেন অথচ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ থেকে নিষেধ করেননি। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: (নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় রক্তের হুকুম সাধারণ মানুষের মত নয় এবং) যে উক্তি থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাধারণ মানুষের সমান, তা কোনো মূর্খ বোকার মুখের

কথাই হতে পারে। আরে কোথায় সেই মহিমান্বিত সত্তা আর কোথায় সাধারণ মানুষ! **(উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৮১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবচেয়ে উত্তম বংশধারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবীর আওলাদেরও কি অনন্য মহিমা, তারা এতো উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব যে, পৃথিবীতে তাদের মতো বংশ নেই। সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: রাসূলে হাশেমী, সুলতানে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক সৃষ্টিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন, তন্মধ্যে আমাকে সর্বোত্তম অংশে রেখেছেন, তারপর সেই দুই প্রকারকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। তখন আমাকে সেই তিন প্রকারের মধ্যে সর্বোত্তম এবং মহান প্রকারে রেখেছেন, তারপর তিনি সেই ৩ প্রকারের গোত্র বানিয়েছেন, তখন আমাকে সর্বোত্তম এবং উচ্চ গোত্রে রেখেছেন, তারপর গোত্রকে পরিবারের মধ্যে বিভক্ত করেছেন তখন আমাকে সর্বোত্তম পরিবারে রাখা হয়েছে, সুতরাং আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿۳۳﴾

(পারা: ২২, আহযাব, আয়াত: ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্ তো এটাই চান যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে অতীব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।

এটাই বলে সিদরাবাসী

ইমাম বাকির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, নবীদের নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার কাছে জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام এলেন এবং আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আল্লাহর হুকুমে আমি জমিনের পূর্ব-পশ্চিম, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমিতে সন্ধান করেছি, আমার দৃষ্টিতে আরবের চেয়ে উত্তম কোন গোত্র পড়েনি, অতঃপর আল্লাহ পাক হুকুম দিলেন, তখন আমি আরবে সন্ধান করলাম তখন মুদ্বার থেকে উত্তম কোন গোত্র পাইনি, অতঃপর আল্লাহ পাক হুকুম দিলেন, আমি মুদ্বার গোত্রের সন্ধান করা শুরু করলাম, তখন আমি বনু কিনানার চেয়ে উত্তম কাউকে পেলাম না, অতঃপর আদেশ দেওয়া হলো, আমি বনু কিনানায় সন্ধান করলাম কিন্তু কুরাইশ থেকে উত্তম কাউকে পেলাম না, অতঃপর আল্লাহ পাকের আদেশে আমি কুরাইশের মধ্যে সন্ধান করলাম তখন বনু হাশিম থেকে উত্তম কাউকে পেলাম না, অতঃপর বনু হাশিমে সন্ধানের আদেশ হলো আমি সন্ধান করলাম তখন কেউ আপনার থেকে উত্তম ও অনন্য পেলাম না। **(আশ শারফুল মুআব্বাদ লিআলি মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা: ৪৪)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল? সৈয়দজাদাদের বংশে প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام পর্যন্ত যত পূর্বপুরুষরা রয়েছেন সকলেই অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। জানা গেল; যেমন বংশ সৈয়দজাদাদের নসিব রয়েছে, এমন বংশ পৃথিবীতে আর কারো নেই।

হাসনাইনে করীমাইনকে স্বীয় সন্তানের উপর অগ্রাধিকার দিতেন

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেলাফতকালের ঘটনা, একবার গনীমতের মাল মদীনায় আনা হলে হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ গনীমতের মাল বণ্টন করতে লাগলেন, সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এসে তাদের অংশ নিচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এলেন, হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: স্বাগতম! আপনার জন্য সম্মান ও মহত্ব রয়েছে। অতঃপর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে এক হাজার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) উপস্থাপন করলেন। এরপর ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আসলেন, হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁকেও একইভাবে সম্মান করলেন এবং ১০০০ দিরহাম উপস্থাপন করলেন। এই দুজন শাহজাদার পর হযরত ফারুকে আযমের পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উপস্থিত হলেন। হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে এক হাজার দিরহাম এর পরিবর্তে ৫০০ দিরহাম দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এখনও ছোট ছিলেন, আমি তখনও দ্বীনের খেদমতের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতাম, জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম, এতদসত্ত্বেও আপনি তাঁদেরকে হাজার দিরহাম করে দিলেন এবং আমাকে শুধু ৫০০ দিলেন? এ কথা শুনতেই হযরত ফারুক আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর হৃদয়ে আহলে বাইতের ভালোবাসার সাগরে জোয়ার এসে গেলো। তিনি আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয়ে বললেন: হ্যাঁ! অবশ্যই! (তুমি

যেমন বলছো, বিষয়টি তেমনই, কিন্তু তুমি যদি তাদের সমান ভাগ নিতে চাও তবে) اِذْهَبْ فَاْتِنِي بِاَبٍ كَاَبِيْهِمَا যাও প্রথমে তুমি হাসানাইন করীমাইনের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বাবার মতো বাবা নিয়ে এসো। وَاُمٍّ كَاُمِّهِمَا তাদের আম্মাজানের মতো আম্মাজান নিয়ে এসো, وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا তাদের নানার মতো নানা নিয়ে এসো, وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا তাদের নানীর মতো নানী وَعَمٍّ كَعَمِّهِمَا তাদের চাচার মতো চাচা وَخَالٍ كَخَالِهِمَا তাদের মামার মতো মামা নিয়ে এসো! তারপর তাদের সমান হতে চেয়ো, কিন্তু মনে রেখো! তুমি এটি করতে পারবে না, কারণ اَبُوْهُمَا فَعَلِی الْمُرْتَضٰی তাঁদের পিতা হলেন আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আর اُمُّهُمَا فَفَاطِمَةُ الزهراء তাঁদের মা ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এবং جَدُّهُمَا مُحَمَّدُ الْمُصْطَفٰی তাদের নানা হলেন মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আর جَدَّتُهُمَا خَدِيْجَةُ الْكُبْرٰی তাদের নানী হলেন খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا, আর عَمُّهُمَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب তাদের চাচা হলেন জাফর বিন আবি ত্বালিব এবং خَالُهُمَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ তাদের মামা হলেন হযরত ইব্রাহীম বিন রাসূলিল্লাহ خَالَتَا هُمَا رُقَيَّةُ وَأُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَتَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ আর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার খালারা হলেন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কন্যা রুকাইয়াহ এবং উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا। **(আর রিয়াদুন নাদ্বরা, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৯২)**

সুন্নাতে ফারুকীর উপর আমল করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল; বংশের দিক দিয়ে রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বংশধররা আলাদা সম্মানের অধিকারী, তাদের মতো বংশ আর কারো নসিব হয়নি, পাশাপাশি এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল যে, যখনই কোনো কিছু বন্টন করতে হয়, তখন সৈয়দজাদাদের

www.dawateislami.net

সম্মানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দ্বিগুণ ভাগ দেওয়া উচিত, এটাই সুন্নাতে ফারুকী।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও এই সুন্নাতে ফারুকীর অনুসারী, তিনি সৈয়দজাদাদের অনেক সম্মান করেন, সাক্ষাতের সময় যদি বলে দেওয়া হয় যে, ইনি সৈয়দজাদা তবে অসংখ্য বার দেখা গেছে যে, তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে সৈয়দজাদাদের হাত চুম্বন করেন, তাদেরকে নিজের পাশে বসান, সৈয়দজাদাদের সন্তানদের সাথে অসীম ভালবাসা এবং মমতা সুলভ আচরণ করেন, কিছু বন্টন করার সময় সৈয়দজাদাদের ডবল দেন, কখনও কখনও কোনো সৈয়দজাদাদের দেখে আন্দোলিত হয়ে পড়তে শুরু করেন:

হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর কৃপায় আল্লাহ পাক আমাদেরকেও সৈয়দজাদাদের সম্মান ও আদব বজায় রাখার তৌফিক দান করো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহলে বাইতের বংশের একটি বৈশিষ্ট্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটি বিষয় এটাও যে, সৈয়দজাদাদের বংশ অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ, এর পাশাপাশি এই পবিত্র ও উচ্চ-মর্যাদা সম্পন্ন বংশের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো, কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিন যখন সকল সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে, মা তার আদরের দুলালকে ছেড়ে দিবে, বাবা সন্তান থেকে পালাবে, কেউ জিজ্ঞেস করবে না যে, কে কার ছেলে আর কার ভাই, কিন্তু উৎসর্গ হোন! পবিত্র আহলে বাইতের মহিমার প্রতি যে,

তাদের পবিত্র বংশ হলো সেই মুবারক ও মজবুত রশি, যা কখনো ভাঙার নয়, এই বংশ পৃথিবীতেও প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কবরেও প্রতিষ্ঠিত থাকবে, হাশরে, মিযানে, পুলসিরাতে প্রতিটি স্থানে কাজে আসবে। সুতরাং একটি বর্ণনায় রয়েছে: একদিন রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফুফু হযরত সাফিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে কেউ বললো: আল্লাহ পাকের দরবারে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আত্মীয়তা আপনার কোন উপকারে আসবে না। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ কথাটি জানতে পারলেন, তখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাগান্বিত হলেন এবং হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: হে বিলাল! লোকদেরকে জড়ো করো...!! অতঃপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বরে উপবিষ্ট হলেন, আল্লাহ পাকের প্রশংসা করলেন এবং ইরশাদ করলেন: তাদের কি হয়েছে যে, যারা মনে করে আমার আত্মীয়তা কোন উপকারে আসবে না? কেয়ামতের দিন প্রত্যেক উপায় ও সম্পর্ক (বংশগত ও শ্বশুরবাড়ির সম্পর্ক) ভেঙ্গে যাবে, তবে আমার উপায় ও বংশ দুনিয়া ও আখিরাতে মিলিত থাকবে।

(মাজমাযুয যাওয়ায়িদ, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২৮২, হাদীস: ১৩৮২৭)

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রায় একই শব্দের হাদীসটি একাধিক সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে এবং এছাড়াও অনেক হাদীস রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বংশ তাঁর আওলাদদেরকে অবশ্যই উপকৃত করবে। اِنْ شَآءَ الله তাঁরা পৃথিবী থেকে ভালো অবস্থায় বিদায় নিবে এবং পরকালে মুক্তি পাবে। নিশ্চয় প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আওলাদ দুনিয়া ও আখেরাতে খুবই সৌভাগ্যবান। **(রাসাঈলে ইবনে আবেদীন, ১/২৭)**

www.dawateislami.net

আওলাদে মুস্তফা কিয়ামতের দিন কোথায় থাকবে?

اَلْحَمْدُ لِلّٰه রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যেভাবে দুনিয়াতে সর্দার, اِنْ شَآءَ الله আখিরাতেও শান্তিময় ও মর্যাদাপূর্ণ, দোযখ থেকে দূরে এবং জান্নাতের অধিকারী হবেন। ২৭ পারা সূরা তুরের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ

(পারা: ২৭, সূরা: তূর, আয়াত: ২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তানগণ ঈমান সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে মিলিয়ে দিই এবং তাদের কর্মের মধ্যে তাদেরকে কিছু কম দিই নি।

তাফসীরে নূরুল ইরফানে রয়েছে: অর্থাৎ যদি মু'মিনদের সন্তানরা ঈমানদার হয়, তাহলে আমি সন্তানদেরকে তাদের পিতা-মাতার সাথে জান্নাতে রাখবো, আলাদা করবো না। এটা থেকে জানা গেল যে, পিতা-মাতার উসিলায় সন্তানদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আওলাদরা নবী নন কিন্তু রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে জান্নাতে থাকবেন, উসিলা প্রমাণ হলো। এটাও জানা গেল যে, জান্নাতি ব্যক্তি তার সন্তান সন্ততির সাথে জান্নাতে থাকবে, এভাবে যে, যদি পিতার মর্যাদা কম হয় এবং সন্তানের উঁচু হয় তবে পিতাকে উন্নীত করে আওলাদের কাছে পৌঁছানো হবে। অতএব اِنْ شَآءَ الله বিবি আমিনা, হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا ও রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তানরা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গে থাকবেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পারা: ২৭, সূরা তূর, ২১ নং আয়াতের পাদটীকা)**

আহলে বাইত সমগ্র পৃথিবী জন্য নিরাপত্তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পবিত্র আহলে বাইতের গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম গুণাবলী হলো, পবিত্র আহলে বাইত অর্থাৎ আমাদের আক্বা ও মাওলা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বংশধরগণ কিয়ামত পর্যন্ত এই পৃথিবীর জন্য নিরাপত্তা। হাদীস শরীফে রয়েছে: اَلنُّجُومُ اَمَانٌ لِاَهْلِ السَّمَاءِ وَاَهْلُ بَيْتِي اَمَانٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ অর্থাৎ নক্ষত্র আকাশবাসীদের জন্য নিরাপত্তা এবং আমার আহলে বাইত পৃথিবীবাসীর জন্য নিরাপত্তা। **(ফাযাইলুস সাহাবা লিআহমদ ইবনে হাম্বল, অধ্যায়: ২, পৃষ্ঠা: ৫৭১, হাদীস: ১১৪৫)** একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে: আমার আহলে বাইত পৃথিবীবাসীর জন্য নিরাপত্তা, যখন আমার আহলে বাইত থাকবে না, তখন পৃথিবীবাসীর উপর সেই নিদর্শনগুলো আবির্ভূত হবে যা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ।

(আশ শারফুল মুআব্বাদ লিআলি মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা: ৩২)

ওলামায়ে কেরাম বলেন: দুনিয়া থেকে সৈয়দজাদাদের চলে যাওয়া কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন, অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে একজন সৈয়দজাদা থাকবে না তখন কিয়ামত সংগঠিত হবে। আর এর মধ্যে হিকমত হলো, কিয়ামত নিকৃষ্ট লোকদের উপর সংগঠিত হবে আর সৈয়দজাদাগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। **(আশ শারফুল মুআব্বাদ লিআলি মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা: ৩৩)**

পবিত্র আওলাদের ভালবাসা ফরয

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! মনে রাখবেন, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সন্তানদের ভালবাসা দ্বীনের অংশ, অতএব প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল শাহজাদা ও সকল শাহজাদীদের ভালবাসা ও সম্মান করা, হাসনাইন কারীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُما

www.dawateislami.net

থেকে আজ পর্যন্ত সকল সৈয়দজাদাদের প্রতি ভালোবাসা রাখা ও সম্মান করা আমাদের সকলের জন্য আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ

(পারা:২৫, সূরা: শুরা, আয়াত: ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, 'আমি সেটার জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাইনা, কিন্তু চাই নিকটাত্মীয়তার ভালোবাসা।

আল্লামা বাগভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: উক্ত আয়াতের একটি অর্থ হলো, (হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেই, তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ তোমাদের নিকট পৌছে দেই) এর পরিবর্তে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন ধরনের প্রতিদান, কোন বিনিময় চাই না, অবশ্য! আমি তোমাদেরকে আত্মীয়তার ভালবাসার উপদেশ দিচ্ছি। এ থেকে জানা গেল; প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা, তাঁর স্বজনদের ভালোবাসা দ্বীনের অন্যতম ফরয।

(তাফসীরে বাগভী, পারা: ২৫, শুরা, ২৩ নং আয়াতের পাদটীকা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৮১)

ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ অর্থাৎ কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয় হবো না وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ এবং আমার সত্তা তার নিকট তার সত্তা থেকে অধিক প্রিয় হবে না, وَتَكُونَ عِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ এবং আমার সন্তানরা

www.dawateislami.net

তার কাছে তাদের সন্তানদের চেয়ে প্রিয় না হবে وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ এবং আমার আহলে বাইত তার নিকট তার পরিবারের চেয়ে বেশি প্রিয় না হবে।

(শুয়া'বুল ঈমান, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৮৯, হাদীস: ১৫০৫)

আহলে বাইতের ভালবাসা ইশকে রাসূলের ফল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَخْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ অর্থাৎ আল্লাহকে ভালোবাসো কারণ তিনি তোমাদের নেয়ামত দেন, واحِبُّونی بِحُبّ الله এবং আল্লাহ পাকের ভালবাসার কারণে আমাকে ভালোবাসো وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبی এবং আমার ভালোবাসার কারণে আমার আহলে বাইতকে ভালবাসো।

(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ৮৫৯, হাদীস: ৩৭৯৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল; সাহাবা ও আহলে বাইতকে ভালোবাসা ইশকে রাসূলের ফল, মু'মিন বান্দার পরিচয় হলো, সে আল্লাহ পাককে ভালোবাসে, তার হৃদয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা থাকে আর যার হৃদয়ে রাসূলের ভালোবাসা থাকে তার পরিচয় হলো, সে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে ভালোবাসে এবং সে আহলে বাইতকেও ভালোবাসে। এ সকল সম্পর্ককে একত্রিত করার ফলাফল হলো, সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা মুসলমান হওয়ার নিদর্শন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রকৃত আহলে বাইতের প্রেমিক কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃত আহলে বাইতের প্রেমিক কে? এটাও শুনে নিন! বর্ণিত আছে: একদিন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আসলেন, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দ্রুত খুতবা শেষ করে মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। অতঃপর ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মিম্বরে উপবিষ্ট হলেন, তিনি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করলেন এবং তারপর বললেন: আমার নানাজান আমাকে ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: আরশে আযিমের পায়ের নীচে একটি সবুজ রঙের বোর্ড রয়েছে, যার উপর লেখা আছে: হে মুহাম্মদের পরিবারবর্গের দল! তোমাদের মধ্যে যে কিয়ামতের দিন لا الہ الا اللہ এর সাক্ষ্য প্রদানকারী হয়ে আসবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

একথা শুনে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জিজ্ঞেস করলেন: হে আবু আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) মুহাম্মদের পরিবারবর্গের দল কে? বললেন: যারা শায়খাইন অর্থাৎ আবু বকর ও ওমর, ওসমান ও আমার সম্মানিত পিতা মাওলা আলী এবং হে মুয়াবিয়া আপনাকে গালমন্দ করে না, তারা হলো মুহাম্মদের পরিবারবর্গের দল।

(তরিখে মদীনা দামেশক, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১১৩,১১৪)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ জানা গেল; যে সাহাবায়ে কেরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সম্মান করে ও চারজন সাহাবীকেও সম্মান করে এবং খালুল মু'মিনীন (অর্থাৎ সকল মুসলমানের মামা) হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিরুদ্ধেও গালমন্দ করে না, সে প্রকৃত আহলে বাইতের প্রেমিক।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পবিত্র আহলে বাইতের মারিফাতের বরকত

হযরত আল্লামা কাযী আয়ায মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শিফা শরীফে বর্ণনা করেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের মারিফাত (অর্থাৎ পরিচয়) লাভ করা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি, তাদের প্রতি ভালোবাসা পুলসিরাতে সহজতা এবং তাদের প্রতি সদয় হওয়া আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা। **(শিফা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪০)**

আহলে বাইতের ভালোবাসাই সম্মান বৃদ্ধির উপায়

হযরত আবু নসর বিশর বিন হারিস হাফি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার স্বপ্নে আমি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা ধন্য হলাম। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে বিশর! তুমি কি জানো, আল্লাহ পাক তোমাকে তোমার যুগের ওলীদের থেকে উচ্চ মর্যাদা কেন দান করেছেন? আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি জানি না। তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: কারণ তুমি আমার সুন্নাতের অনুসরণ কর, নেক লোকদের সেবা কর, নিজের মুসলিম ভাইদের মঙ্গল কামনা কর (অর্থাৎ তাদেরকে উপদেশ দাও) এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমার সাহাবায়ে কেরাম এবং আমার আহলে বাইতকে ভালোবাসো। এটাই সেই কারণ যা তোমাকে নেককার লোকদের স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। **(রিসালায়ে কুশেরিয়া, পৃষ্ঠা: ৩১)**

سُبْحَانَ الله প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন! আওলাদে মুস্তাফার প্রতি ভালোবাসার কী অতুলনীয় মহিমা, যে এই ভালোবাসা নিয়ে পৃথিবী ত্যাগ করবে, সে শহীদ, যে নবীর বংশের ভালোবাসা নিয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করবে তার জন্য ক্ষমা রয়েছে, যে নবীর বংশের ভালোবাসা নিয়ে

এই পৃথিবী ত্যাগ করবে, সে পরিপূর্ণ ঈমানদার, যে নবীর বংশের ভালোবাসা নিয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করবে, তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে, যে নবীর বংশের ভালোবাসা নিয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করবে, তাকে সম্মানের সহিত জান্নাত প্রবেশ করানো হবে, যে নবীর বংশের ভালোবাসা নিয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করবে, তার কবরে জান্নাতী দরজা খুলে যাবে, যে ব্যক্তি নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, রহমতের ফেরেশতারা তার কবর জিয়ারতের জন্য আসবে এবং যে ব্যক্তি নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করবে, তাকে পুলসিরাতে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও এই পবিত্র ভালবাসা নসিব করো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র আওলাদের সংখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনেছি! নবী পরিবারের মারিফাত (অর্থাৎ পরিচয়, যেমন তাঁদের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা তাঁদের মূল্যায়ন সম্পর্কে অবগত হওয়া ইত্যাদি) জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়। আসুন! আওলাদে মুস্তফা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অর্জন করি:

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদী ৪ জনই, (৩ জনও নয়, ৫ জনও নয়)। তবে শাহজাদাদের সংখ্যার মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সিংহভাগ ওলামায়ে কেরামের মতে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সন্তানের সংখ্যা ৭ জন। তাঁদের মধ্যে ৪ জন শাহজাদী: (১) হযরত যায়নাব (২) হযরত রুকাইয়া (৩) উম্মে কুলসুম (৪) হযরত ফাতিমাতুয যাহরা এবং তিনজন শাহজাদা হলেন: (৫) হযরত কাসিম (৬) হযরত আব্দুল্লাহ এবং (৭) হযরত ইব্রাহীম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ।

www.dawateislami.net

হুযুরে আক্বদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল শাহজাদা অল্প বয়সেই ইন্তেকাল করেছেন। অবশ্য শাহজাদীগণ দীর্ঘায়ু লাভ করেন, হযরত যায়নাব, হযরত রুকাইয়া ও হযরত উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ عَنْهُن তো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াত মুবারকে মৃত্যুবরণ করেছেন। চতুর্থ শাহজাদী হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পরও জীবিত ছিলেন। প্রথম তিন শাহজাদীর বংশ বিস্তার হয়নি, শুধু হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا 'র বংশ বিস্তার হয়। বর্তমানে দুনিয়াতে যত সৈয়দ রয়েছেন তারা সবাই হযরত ইমাম হাসান মুজতবা এবং হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُما এর আওলাদ।

আওলাদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ "প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদী ও শাহজাদাগণ" পাঠ করে নিন!

আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর পরিণাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে আওলাদে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করার অসংখ্য ফযিলত ও বরকত রয়েছে, তদ্রূপ তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করার মধ্যেও রয়েছে কঠিন শাস্তিবার্তা। যেমনটি

আহলে বাইতের সাথে শত্রুতা পোষণকারী জাহান্নামী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি কোনো ব্যক্তি কাবা শরীফ ও মাকামে ইব্রাহীমের মাঝখানে নামায আদায় করে এবং সেখানে থেকে রোযা রাখে

অতঃপর সে আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে মারা যায় তবে সে জাহান্নামে যাবে। **(মুজামে কবীর, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩১৯, হাদীস: ১১২৪৯)**

যদি সৈয়দজাদাগণ গুনাহ করে ফেলেন তবে...!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাও মনে রাখবেন যে, আল্লাহ না করুক যদি কোন সৈয়দজাদা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও তার সাথে বেয়াদবী করার অনুমতি নেই, তাঁদের আদব যেমন ছিল তেমনই থাকবে, কারণ সৈয়দজাদাদের আদব তাদের সত্তার কারণে নয় বরং সৈয়দদের সর্দার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্ক হওয়ার কারণে, অতএব যদি কোনো সৈয়দজাদা কোন শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও তার বিরুদ্ধে অন্তরে বিদ্বেষ প্রবেশ করতে দেবেন না, বরং আদবের সাথে তাকে নেকীর দাওয়াত দেওয়া উচিত। আল্লামা ইবনে হাজর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: একজন ইমাম সাহেব সৈয়দজাদাদের অনেক সম্মান করতেন, কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো: আপনি সৈয়দজাদাদের এত সম্মান করেন কেন? ইমাম সাহেব বললেন: একজন সৈয়দজাদা ছিলেন যিনি অহেতুক কাজে ব্যস্ত থাকতেন, যখন তিনি মারা গেলেন তখন আমার উস্তাদ সাহেব তাঁর জানাযার নামায পড়াননি, পরে আমার উস্তাদ সাহেব স্বপ্নযোগে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করলেন, তাঁর সাথে তাঁর শাহজাদী হযরত খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ও ছিলেন।

খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আমার উস্তাদ সাহেব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, উস্তাদ সাহেব অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আবেদন করলেন, তখন তিনি বললেন: আমাদের সন্তানদের সম্মান করার জন্য কি আমাদের সম্মান ও মহত্ত্ব যথেষ্ট নয়....!! **(আশ শারফুল মুআব্বাদ লিআলি মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা: ১০২)** অর্থাৎ আমাদের

সন্তানদের মধ্যে যদি তুমি কোনো কল্যাণ দেখতে না পাও, তাহলে আমরা তো সম্মানিত ও মহিমান্বিত। আমাদের সম্মানের কারণেই আমাদের সন্তানদের সম্মান করো! আল্লাহ পাক আমাদের সৈয়দজাদেদের আদব ও সম্মান করার তৌফিক দান করো।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن আদবকারী, প্রকৃত প্রেমিক বানিয়ে দাও এবং তাঁদের শত্রুতা ও বেআদবী থেকে রক্ষা করো। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নেক আমল বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর ৮০ টিরও বেশি বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ হলো নেক আমল। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইচ্ছানুযায়ী ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের, জামেয়াতুল মদীনা এবং মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্র ও ছাত্রীদেরকে আমলদার বানানোর প্রত্যয়ে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'নেক আমল বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আহ! অন্যান্য ফরয ও সুন্নাত পালনের পাশাপাশি সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন যেন এই নেক আমলগুলোকে তাদের জীবনের অংশ বানিয়ে নেয় এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর সকল যিম্মাদারও নিজ নিজ হালকায় এই (নেক আমল পুস্তিকা) প্রচার করে আর প্রত্যেক মুসলমান নিজ কবর ও আখেরাতের উন্নতির জন্য এই নেক আমলগুলোকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে আল্লাহ পাকের রহমত ও দয়ায় জান্নাতুল ফেরদৌসে মাদানী হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্বের মহা সৌভাগ্য অর্জন করে নেয়। আসুন! আমরাও নেকীর

কাজে স্বক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করি এবং নেক আমলের প্রতি শুধু নিজে নয় বরং অপর ইসলামী ভাইদেরকেও আমলের প্রতি উৎসাহিত করে অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২৩ নাম্বার নেক আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সর্বদা মিথ্যা পরিহার করুন এবং সত্যকে আঁকড়ে ধরুন, এর বরকতে সমাজের অসঙ্গতির অবসান ঘটবে এবং সম্প্রীতি ও ঐক্যের ফয়যান প্রচার হবে। মনে রাখবেন! যেভাবে ঘরের বাইরে অসঙ্গতির চিকিৎসা করা জরুরি, তেমনি ঘরের ভেতরেও যদি অসঙ্গতির অন্ধকার ছেয়ে যায় তবে আলোতে পরিণত করা খুবই জরুরি। ঘরের ভেতরের অসঙ্গতির অবসান ঘটাতে, ঘরের ভেতর সম্প্রীতি ও ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে এবং দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করার অন্যতম কার্যকর উপায় হল ‘ঘর দরস’। ‘ঘর দরস’ হলো ঐ নেক আমল যার উৎসাহ আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী ৭২টি নেক আমলে বর্ণনা করেছেন। যেমন; নেক আমল নাম্বার ২৩ হলো: আজকে কি আপনার ঘরে ঘর দরস হয়েছে? অথবা কোন অপারগতার ক্ষেত্রে আপনার অনুপস্থিতিতে ঘর দরসের ধারাবাহিকতা ছিল?

এটি এমন একটি নেক আমল, এর উপর আমল করার বরকতে আমাদের ঘরে দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং আমাদের পরিবারের সদস্যদের সংশোধনও হতে থাকবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সৈয়দজাদাদের সম্মানের ব্যাপারে মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সৈয়দজাদাদের সম্মানের ব্যাপারে কয়েকটি মাদানে ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন। (১) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে কারো সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আমি তাকে কিয়ামতের দিন এর প্রতিদান দিব। **(জামিউ'স সগীর, পৃষ্ঠা: ৫৩৩, হাদীস: ৮৮২১)** (২) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে কারো সাথে এই পৃথিবীতে সদ্ব্যবহার করবে, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন এর প্রতিদান দেওয়া আমার উপর আবশ্যক। **(তারিখে বাগদাদ, ১০/১০২, হাদীস: ৫২২১)** ★ সৈয়দজাদাদের সম্মান করা ফরয এবং তাদের অবমাননা করা হারাম। **(কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃষ্ঠা: ২৭৭)** সৈয়দজাদাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করার প্রধান কারণ হলো, এই সত্তাগণ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দেহের অংশ। **(সাদাতে কেরাম কি তাযিম, পৃষ্ঠা: ৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা

সৈয়দজাদাদের সম্মানের ব্যাপারে অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানতে তরবিয়্যতি হালকা অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُথেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺএর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস: ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১৮ জুলাই ২০২৪ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

সৈয়দজাদাদের সম্মানের ব্যাপারে অবশিষ্ট মাদানী ফুল

★ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, যে সমস্ত বস্তু প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কিত সেগুলোর সম্মান করা। **(আশ শিফা, পৃষ্ঠা: ৫২, অধ্যায়: ২) (সাদাতে কেরাম কি আযমত, পৃষ্ঠা: ৮)** ★ সম্মানের জন্য না বিশ্বাসের প্রয়োজন এবং না কোন বিশেষ সনদের প্রয়োজন, যারা সৈয়দজাদা দাবি করে তাদের সম্মান করা উচিত। **(সাদাতে কেরাম কি আযমত, পৃষ্ঠা: ১৪)** ★ যে সত্যিকারে সৈয়দজাদা নয় এবং জেনে বুঝে সৈয়দ দাবি করে, সে অভিশপ্ত। তার ফরয কবুল হবে না, নফলও কবুল হবে না। **(সাদাতে কেরাম কি আযমত, পৃষ্ঠা: ১৬)** ★ যদি কোন বদমাযহাব সৈয়দ হওয়ার দাবি করে এবং তার বদমাযহাবী কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে কখনো তার সম্মান করা যাবে না। **(সাদাতে কেরাম কি আযমত, পৃষ্ঠা: ১৭)** ★ সৈয়দজাদাদের প্রতি সম্মান, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২/২৩) (সাদাতে কেরাম কি আযমত, পৃষ্ঠা: ৮)** ★ শিক্ষকেরও সৈয়দকে প্রহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত। **(কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃষ্ঠা: ২৮৪)** ★ সৈয়দজাদাদের এমন কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে যাতে অপমান করা হয় না, তবে অপমানজনক কাজে তাদের নিয়োগ করা জায়েয নয়। **(সাদাতে কেরাম কি আযমত, পৃষ্ঠা: ১২)** ★ সৈয়দকে সৈয়দ হিসেবে অপমান করা কুফরী। **(কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃষ্ঠা: ২৭৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তারকা দেখার সময়কার দোয়া

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমার শিডিউল অনুযায়ী "তারকা দেখার সময়কার দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾

(পারা: ৪, আলে ইমরান, আয়াত: ১৯১)

অনুবাদ: হে আমাদের রব! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি; পবিত্রতা তোমারই, সুতরাং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। **(খাযিনায়ে রহমত: পৃষ্ঠা: ৭০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা

পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে

কি بِسۡمِ اللہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে

আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد